জনচেতনায় শ্রীরাম কৃষ্ণ

রীতা ভৌমিক, ঢাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ সকল শক্তির আধার, সঞ্জীবনী, প্রাণের প্রাণ এবং পথ প্রদর্শক। তিনি একের স্বরূপ, তেমনি বহুরও স্বরূপ। তাঁর মধ্যে এক ও বহুর মিলন। এজন্য তাঁকে কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। সত্যকে যেমন শৃঙ্খলাবধ্য করে রাখা যায় না। সত্য সকলের মঙ্গলার্থে, দেশ-কাল-জাতির ঊর্ধে। তাঁর জীবন ও বাণী তেমনি নিত্য সত্যের মহিমা কীর্তনে ভাস্বরিত।

তাঁর কাছে ধর্ম মানে ধর্মমত নয়। ধর্ম মানে উপলব্ধি। নিজেকে শুদ্ধভাবে গড়ে তোলা। কারণ তিনি যে সময়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন সে সময়টা ছিল ধর্ম নিয়ে মিথ্যাচার, কলহপূর্ণ সময়। তাই তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ধর্মের উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে অনেক মতানৈক্যের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে দ্বিধামুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, “খালি পেটে ধর্ম হয় না?” তিনি মানুষের ভেতর ধর্মকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দুর্বলের উপর সবসময়ই সবলের অত্যাচার সংঘটিত হয় “জীবো ব্রহ্মের নাপর”। লোভ, হিংসা, দ্বেষ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, ধর্মান্ধতা মানুষকে কলুষিত করে সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে দাড় করায়। এর মধ্যে ধর্ম-অধর্ম হয়ে যায়। সত্যহীন ধর্ম টিকে থাকতে পারে না। তাই তিনি সত্যের উপাসনা করতেন। তার মতে সত্যের উপাসনাই হলো ধর্ম।

যদিও সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম মানে অলৌকিক ব্যাপার। সাধারণ মানুষের এই কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা তিনি নিজের জীবন, দর্শন দ্বারা ভেঙ্গেছেন। যার ফলে তিনি আমাদের কাছে ধরা দিলেন এক অসাধারণ মহাপুরুষ রূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেই জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি নিয়ে মানব সমাজে আলোকবর্তিকা রূপে ধরা দিলেন মানব মনে। পাপ, মিথ্যাচার, নীতিহীনতায় আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলেও তার আগমনে ধরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি মানব শান্তির জন্য বৈদিক ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, পুরান, তন্ত্রোক্ত, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম সাধনা করে একই সত্যে পৌঁছেছিলেন। যার মূল বাণী ছিল ‘যত মত তত পথ’। তিনি অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনুভব করেছিলেন “ভগবান এক, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছাবার রাস্তা ভিন্ন। পথ ভিন্ন হলেও চরম লক্ষ্য সকলেরই এক। ভিন্ন ভিন্ন পথে পৌঁছায় বলেই অনেকে না জেনে না বুঝে দ্বন্দ্ব, হিংসা, দ্বেষে নিজেরা জড়িয়ে পড়ে। আসল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন সত্যের উপাসনা।”

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- “শ্রীরামকৃষ্ণ যা শিখিয়ে গেছেন তাই হচ্ছে ঠিক ঠিক ধর্ম। তাকে হিন্দুরা হিন্দু ধর্ম বলে। অন্যেরা তাদের রুচিমতো অন্য নাম দেয়।” সকল ধর্মের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল শ্রদ্ধাবোধ, ভক্তি তিনি ছিলেন হিন্দুর হিন্দু, মুসলমানের মুসলমান, খ্রিস্টানের খ্রিস্টান, বৌদ্ধের বৌদ্ধ। তাঁর মতে মানুষও ঈশ্বর হতে পারে। যদি তাঁর ভেতর মনুষত্বের প্রকাশ ঘটে। তিনি বলতেন, “মানুষ মান মান হুঁশ অর্থাৎ যার মধ্যে চিন্ময় সত্তা বিদ্যমান। সেই চিন্ময় সত্তাই মানুষের আসল পরিচয়। সেই সত্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর একাগ্রতা দিয়ে তিনি তা লাভ করেছিলেন।

তাঁর সংস্পর্শে যে এসেছে সেই মনে করেছে, তিনি তার আপনার জন। ফরাসি মনীষী রোঁমা রোলার উপলব্ধিতে তৎকালীন অখন্ড ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের দুই সহস্র বছরব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

অর্থাৎ রামকৃষ্ণ জগতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের জীবকুলের কল্যানের কথা বলেছেন। মানুষকে সত্যের পথে ধাবিত করেছেন। তাঁর ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও সুন্দর জীবন গড়ার শপথ নেবো। এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

রীতা ভৌমিক, ঢাকা